হট পারসুইট

সৈয়দ হাসান মাহমুদ

২০০৯ সাল থেকে নিড ফর স্পিড সিরিজের গেম ডেভেলপ করার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে ক্রাইটেরিয়ান গেমস নামের প্রতিষ্ঠানের হাতে। প্রথম থেকে এ পর্যন্ত গেম সিরিজটি ডেভেলপ করার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের অবদান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– ইএ কানাডা, ব্ল্যাক বক্স গেমস, ইএ ব্ল্যাক বক্স, ইএ মন্ট্রেইল, ইএ সিঙ্গাপুর এবং স্লাইটলি ম্যাড স্টুডিওস। অসাধারণ আরেক রেসিং গেম বার্ন আউট সিরিজের ডেভেলপার ক্রাইটেরিয়ন এনএফএস সিরিজের হারানো গৌরব ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের হাতের জাদুর ছোঁয়ায়। ব্রিটিশ এ ডেভেলপার কোম্পানি এনএফএস হট পারসুইট ২ (এনএফএস ও নামে পরিচিত) আসলে বানিয়েছে নতুন গেমটি এবং গ্রাফিক্স টেকনোলজির কারিশমা ফুটিয়ে তুলেছে ভিন্নধর্মী গেমপে-র পাশাপাশি। সিক্রেস্ট সিটি নামের এ কাল্পনিক সমুদ্র তীরবর্তী শহরের ১০০ মাইল রাস্তা নিয়ে বানানো হয়েছে গেমের মুক্ত বিশ্ব, যা কিনা বার্ন আউট প্যারাডাইস গেমের প্যারাডাইস সিটির চেয়ে চারগুণ বড়। ২০০২ সালের পরে অর্থাৎ দীর্ঘ আট বছর পরে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে পুলিশের গাড়ি নিয়ে রেসারদের তাড়া করার বিষয়টি। তবে ব্যাপারটি আগের চেয়ে আরো বেশি আকর্ষণীয় ও আধুনিক করে তোলা হয়েছে ওয়াপন টেকনোলজি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

এ গেমে রয়েছে পুরনো হট পারসুইট ২-এর থীচ, মোস্ট ওয়ান্টেডের মতো গেম কন্ট্রোলিং, বার্ন আউট সিরিজের মতো রোমাঞ্চ, গ্রান্ড থ্রিফটমো সিরিজের মতো উত্তেজনা, শিফটের চেয়ে উন্নত গ্রাফিক্স এবং আধুনিক গাড়ির বিশাল সমাহার। শুধু তাই নয়, গেমে অনেক গাড়ি রয়েছে যা এখনো বাজারে আসেনি এবং সেগুলোকে কনসেপ্ট কার হিসেবে উলে-খ করা হয়েছে। গেমপে-, গ্রাফিক্স কোয়ালিটি, সাউন্ড সিস্টেম এবং ভিন্নধর্মী নতুন আবহ তৈরি করার জন্য গেমটি বিভিন্ন গেমিং ওয়েবসাইট, গেম ম্যাগাজিন, সমালোচক ও গেম রিভিউ সাইটের (Computers and Video games,Eurogamer, Game Informer, Game Trailers, IGN, Official PlayStation Magazine, Video Gamers, Joystiq, Destructoid, Games Masters, Games Radar, Game Rankings I Metacritic) চোখে ৯০%-এর চেয়ে বেশি এবং কিছু ক্ষেত্রে ১০০% স্কোর অর্জন করার গৌরব লাভ করেছে।

ক্যারিয়ার ক্যাম্পেইনে গেমারকে রেসার হিসেবে বাউন্টি পয়েন্ট অর্জন করে রেসারদের মাঝে এবং পুলিশের খাতায় নিজের নাম ওয়ান্টেড রেসার লিস্টের শীর্ষে ওঠাতে হবে। একই সাথে গেমারকে SCPD-র (Sea Crest Police Department) সদস্য বা পুলিশ হিসেবে শহরের রেসারদের রেস খেলা প্রতিহত করার কাজে নিয়োজিত হতে হবে। রেসার বা পুলিশ হয়ে খেলার সময় গেমের শেষ পর্যন্ত গেমারকে ২০টি ধাপ অর্জন করে শীর্ষ তালিকায় আসতে হবে। পুলিশ হিসেবে খেলার সময় প্রতি মিশন সম্পন্ন করার পর ব্রোঞ্জ, সিলভার বা গোল্ড ব্যাজের মাধ্যমে র‍্যাঙ্ক বাড়বে এবং একইভাবে রেসারের ক্ষেত্রে মেডেল অর্জনের মাধ্যমে ওয়ান্টেড লেভেলের উন্নতি ঘটবে। পুলিশের গাড়িগুলোর এক্সেলারেশন সুনিপুণভাবে টিউন করা যাতে তা রেসারের সাথে টেক্কা দিতে পারে। শুধু তাই নয়, রেসারকে থামানোর জন্য পুলিশের গাড়িতে দেয়া হয়েছে স্পাইক স্ট্রিপস, ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক পালস, রোড ব-ক ও হেলিকপ্টার কল নামের কিছু অপশন– যা দিয়ে যথাক্রমে রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে রেসিং কারের গতি কমানো, ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পালসের সাহায্যে সামনের গাড়িকে ধাক্কা বা শক দেয়া, গাড়ি ও ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা আটকানো এবং হেলিকপ্টারের সাহায্যে রেসারকে ধাওয়া ও হামলা করা সম্ভব। পুলিশের এত সুবিধা থাকবে আর রেসারদের কিছু থাকবে না তা তো হয় না! রেসাররাও ব্যবহার করতে পারবে স্পাইক স্ট্রিপস ও ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পালস এবং সেই সাথে আরো রয়েছে পুলিশের গাড়ির আক্রমণ বিকল করে দেয়ার জন্য জ্যামার ও টারবো বুস্ট টেকনোলজি যা গাড়িকে দেবে রকেটের গতিতে ছুটে চলার ক্ষমতা। গেমে নাইট্রাস বুস্ট রয়েছে উভয়পক্ষেরই। নাইট্রাস বার রিফিল করার জন্য শর্টকাট নেয়া, গাড়ির পাশ কাটানো, বাঁক নেয়ার সময় ড্রিফট করা এবং গাড়ি চালানোর দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে।

গেমের নতুন আকর্ষণ হচ্ছে গেমের অটোলগ ফিচার। এটি হচ্ছে এনএফএস সিরিজের নিজস্ব সোশাল নেটওয়ার্ক সিস্টেম যা এনএফএস ভক্তদের মিলনস্থল হিসেবে গণ্য করা যায়। এর সাহায্যে গেমার অনলাইনে আরো সাতজনের সাথে রেস খেলতে পারবে, এনএফএস নিউজ দেখতে পারবে, গেম আপডেট ও কনটেন্ট ডাউনলোড করতে পারবে, অনলাইনে নিজের রেসিং ক্যারিয়ার গড়তে পারবে, সোশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারবে নিজের ওয়াল এবং অন্যের ওয়ালে লেখালেখি ও ছবি শেয়ার করে। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে গেমার নিজের প্রোফাইল ম্যানেজ করতে পারবে এবং ওয়েবক্যামের সাহায্যে দিতে পারবে নিজের ছবি। ২২টি মেটর ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানির প্রায় ৬৬টি গাড়ি গেমটিতে রয়েছে। এনএফএস সিরিজে ফেরারির গাড়ির অনুপস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয়েছে এ গেমে।

হট পারসুইট নিড ফর স্পিড সিরিজের এক যুগান্তকারী সংযোজন। অন্যান্য সব রেসিং গেমের ফিচারগুলোর পাশাপাশি এতে যুক্ত করা হয়েছে আরো নতুন কিছু ফিচার, যা গেমটিকে করে তুলেছে অনন্য। কোনো রেসিং গেমে এ গেমের মতো পরিবেশের বাস্তবতা ও নিখুঁত ডিজাইনের গাড়ির দেখা মেলা ভার। রৌদ্র ঝলমলে দিন, জোছনা রাত, রাতে পেঁচার ডাক, মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘের গুড়গুড় ধ্বনি, অকস্মাৎ বজ্রপাতের বিকট শব্দ, ভেজা রাস্তায় পানি ছিটিয়ে চলার শব্দ, বাঁক নেয়ার সময় গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে ওঠা টায়ারের ঘর্ষণের তীক্ষ্ণ শব্দ সব কিছু মিলিয়ে গেমটি এ সিরিজের সেরা গেমের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। তুষার পড়া রাস্তা, ভেজা রাস্তা, অন্ধকার রাস্তা, বনের ভেতরের কাঁচা রাস্তা, পাথুরে রাস্তা, প্রতিপক্ষের বিছানো কাঁটা, পুলিশের ধাওয়া, কুয়াশাচ্ছন্ন পথ, চোখ ধাঁধানো আলোর কলকানি, কঠিন রাস্তার বাঁক, সরু পথ, রাস্তার চলন্ত গাড়ি সবকিছুকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে নিজ লক্ষ্যের শিখরে পৌঁছাতে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর	:	ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ১.৮ গিগাহার্টজ
মেমরি	:	২ গিগাবাইট
গ্রাফিক্স কার্ড	:	২৫৬ মেগাবাইট (পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড)
হার্ডডিস্ক স্পেস	:	৮ গিগাবাইট

শ্যাঙ্ক

কমিক আর্টের ওপরে ক্যারেক্টার ও এনভায়রনমেন্ট অঙ্কিত করে উন্নত গ্রাফিক্স ও সাউন্ড টেকনোলজি প্রয়োগ করে গেমের জগতে এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে শ্যাঙ্ক নামের গেমটি। শ্যাঙ্ক নামের গেমটি ডেভেলপ করেছে কানাডার ক্লেই এন্টারটেইনমেন্ট নামের একটি নতুন গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এবং গেমটি পাবলিশ হয়েছে বিশ্বখ্যাত গেম পাবলিশার ও ডেভেলপার কোম্পানি ইলেক্ট্রনিক আর্টসের (ইএ) ছত্রছায়ায়।

গেমের কাহিনীতে তেমন একটা নতুনত্ব নেই বললেই চলে, তবে গেমটির গেমপে-স্টাইল বেশ আনকোরা এবং আকর্ষণীয়। শ্যাঙ্ক নামের অর্থ হচ্ছে ছোট আকারের ধারালো ছোরা। গেমের কাহিনী গড়ে উঠেছে শ্যাঙ্কের প্রতিশোধের আগুন নিয়ে। শ্যাঙ্ক দুর্ধর্ষ ডন সিজারের গ্যাং মেম্বার। সে সিজারের হয়ে কাজ করে। সিজার শ্যাঙ্কের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য পরখ করে দেখার জন্য শ্যাঙ্ককে তার প্রেমিকা ইভাকে হত্যা করতে বলে। কিন্তু সে তা না করায় সিজারের নির্দেশে তার দলের অন্যান্য সদস্য শ্যাঙ্ককে ঘায়েল করে মরার জন্য ফেলে রেখে যায় এবং ইভাকে মেরে ফেলে। কিন্তু শ্যাঙ্ক সুস্থ হয়ে হন্যে হয়ে খুঁজে ফেরে দলের সদস্যদের এবং একে একে সবাইকে শেষ করে। সিঙ্গেল ক্যাম্পেইন ২-৩ ঘন্টার গেমপে- এবং মূল কাহিনী ২০টি অধ্যায়ে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে মূল কাহিনীর আগের ঘটনা স্থান পেয়েছে,

যেখানে সে আর তার সাঙ্গী মিলে নানা রকম মিশনে অংশগ্রহণ করে এবং শহরের অন্যান্য গ্যাং মেম্বারকে মোকাবেলা করে। মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে দুইজনকে একসাথে (কিবোর্ড+গেমপ্যাড) খেলতে হবে, যাতে ইন্টারনেট বা ল্যান কানেকশনের দরকার পড়বে না। গেমে অস্ত্রের তালিকায় রয়েছে শ্যাঙ্ক, চেইন স', ডুয়াল ম্যাশেটি, কাতানা (সামুরাই সোর্ড), শটগান, শিকল, উজি, ডুয়াল পিস্তল, গ্রেনেড ইত্যাদি। গেমে শ্যাঙ্ক বাদে আরো ১০টি আলাদা ক্যারেক্টার নিয়ে খেলা যাবে। অসাধারণ কম্বো ও ফাইটিং স্টাইল গেমের মূল আকর্ষণ। তাই গেমটি একবার যাচাই করে দেখতে পারেন আপনি ফাইটিং গেমার হিসেবে কতটা দক্ষ।

হাই পারফরমেন্স গেমগুলোর ভিড়ে শ্যাঙ্ক লো বা মিডিয়াম কনফিগারেশনের পিসির জন্য আদর্শ একটি গেম। গেমটি খেলার জন্য ইন্টেলের পেন্টিয়াম ৪, ১.৭ গিগাহার্টজের প্রসেসর বা এএমডির অ্যাথলন ৬৪ ৩০০০+ মানের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম (৫১২ মেগাবাইটেও চলে কিন্তু লো ডিটেইলসে), ২৫৬ মেগাবাইটের পিক্সেল শেডার ৩.০ সমর্থিত গ্রাফিক্স কার্ড (ন্যূনতম এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৮০০ আল্ট্রা বা এটিআই রাডেওন এক্স১৮০০) এবং হার্ডডিস্কে ২.৫ গিগাবাইট ফাঁকা জায়গা হলেই চলবে। গেমটি এক্সপি সার্ভিস প্যাকে চালাতে সমস্যা হতে পারে, তাই এক্সপি সার্ভিস প্যাক ৩ ব্যবহার করাটাই যুক্তিসঙ্গত। গেমের পারফরমেন্স বাড়ানোর জন্য গ্রাফিক্স কার্ডের ড্রাইভার এবং ডিরেক্টএক্স ভার্সন আপডেট করে নেয়াটা বাঞ্ছনীয়।

ডেথ স্প্যাঙ্ক

বিজার্ড এন্টারটেইনমেন্টের বিখ্যাত ফ্যান্টাসিনির্ভর রোল প্লে-ইং গেম ডিয়াবো-। এবং হাস্যরসে ভরা মজার ডায়ালগভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চার গেম মাঙ্কি আইল্যান্ড সিরিজের গেমের নাম শোনেননি এমন গেমার পাওয়া আর খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা একই কথা। ডিয়াবো-। এবং মাঙ্কি আইল্যান্ড গেম দুটি নিজস্ব ক্যাটেগরিতে সেরা গেমের তালিকায় রয়েছে। উপভোগ করা যাবে এ গেমে। এ গেমে থাকবে ডিয়াবো-র মতো রোমাঞ্চ এবং সেই সাথে মাঙ্কি আইল্যান্ডের হাস্যরসাত্মক অভিযানের স্বাদ। এতে জন্ম নিলো নতুন এক হিরো, যার নাম ডেথ স্প্যাঙ্ক।

হাস্যকর এবং ভয়ঙ্করের সমন্বয়ে মিশ্রিত এ চরিত্রটির কার্যকলাপ ও অভিযান দেখে যেকেউ বলতে বাধ্য হবে এটি ভয়ঙ্কর হাসির একটি গেম। গেমটি ডেভেলপ করেছে হটহেড গেমস এবং পাবলিশ করেছে ইলেক্ট্রনিক আর্টস। এ গেমের পর্ব রয়েছে দুটি। একটি হচ্ছে অরফানস অব জাস্টিস এবং অপরটি হচ্ছে থংস অব ভার্চু। প্রথম গেমটি ফ্যান্টাসিভিত্তিক এবং পরেরটি সায়েন্স-ফিকশনভিত্তিক। প্রথম গেমে লড়াই করতে হবে কাল্পনিক দৈত্য-দানোর সাথে তলোয়ার, গদা, বর্শা, লাঠি, তীর-ধনুক ও জাদুমন্ত্রের সাহায্যে। দ্বিতীয় গেমে যুদ্ধ করতে হবে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র, বাজুকা, মেশিনগান, রাইফেল দিয়ে মিলিটারি ও এলিয়েনদের সাথে। প্রথম গেমটির শেষের দিকে দেখা যাবে ডেথ স্প্যাঙ্ক এক যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করবে এবং সেখানেই প্রথম পর্বের ইতি টানা হবে। দ্বিতীয় পর্বটি এখনো মুক্তি পায়নি। তাই আলোচনা হবে শুধু প্রথম গেমটি নিয়ে।

গেমের প্রথমে দেখা যাবে বিশ্বখ্যাত হিরো

ডেথ স্প্যাঙ্ক তার অভিযান চালাচ্ছে দ্য আর্টিফ্যাক্ট নামের এক মূল্যবান বস্তুর খোঁজে। অনেক বাধাবিপত্তি ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে সে খোঁজ পাবে এক ডাইনির, যে জানে আর্টিফ্যাক্টের অবস্থান। তার কিছু কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে ডেথ স্প্যাঙ্ক পাবে আর্টিফ্যাক্টের সন্ধান। যমজ ড্রাগনের সাথে লড়াই করে সে হাসিল করবে সেই গুপ্তধন, কিন্তু রাক্ষস সেনার ফাঁদে পড়ে সে তা হারাবে এবং আর্টিফ্যাক্টটি লর্ড ভনের হাতে চলে যাবে। লর্ড ভন প্রং নামের অত্যাচারী এক শাসকের কাছ থেকে সেই আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করার জন্য তাকে সাহায্য নিতে হবে এক বৃদ্ধ যোদ্ধা ইউব্রিকের। শহর থেকে হারিয়ে যাওয়া ৮ এতিমকে খুঁজে বের করতে হবে এবং লর্ড ভনের জটিল বেশ কিছু ধাঁধার সমাধান করে তার প্রাসাদে গিয়ে তার মুখোমুখি হতে হবে।

গেমে রয়েছে প্রায় ১০০ রকমের অস্ত্রশস্ত্র এবং ১০০-র বেশি বর্মের টুকরো যা বেশ নজরকাড়া। ডেথ স্প্যাঙ্কের হাঁটার ভঙ্গি, শারীরিক গঠন, কথা বলার সুর, হাস্যকর বাচনভঙ্গি এবং অন্যান্য চরিত্রের সাথে কথোপকথন এতটাই মজা লাগবে যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে। গেমে দুইজন একসাথে খেলা যাবে কিবোর্ড ও গেমপ্যাডের সাহায্যে। সাইডকিক বা সহকারী স্পার্কল নামের জাদুকর ডেথ স্প্যাঙ্ককে কালো জাদু থেকে বাঁচাবে এবং তার জীবনীশক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে। গেমটি খেলতে পেন্টিয়াম ৪ মানের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম, ২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস ও পিক্সেল শেডার ২.০ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইটের গ্রাফিক্স কার্ড হলেই যথেষ্ট।

মেডেল অব অনার

যুদ্ধভিত্তিক ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমগুলোর মাঝে সেরাদের তালিকায় অনেকদিন ধরেই স্থান দখল করে আছে কল অব ডিউটি ও মেডেল অব অনার সিরিজের গেমগুলো। ইলেক্ট্রনিক আর্টসের নামকরা এ গেম সিরিজের পটভূমি হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ২০১০ সালে ইএ লস অ্যাঞ্জেলেস শাখার উপশাখা ডেঞ্জার ক্লোজ নামের নতুন এক গেম ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান গেমটিকে নতুন করে বের করেছে। বিশ্বযুদ্ধের ধারাবাহিকতা বাদ দিয়ে নতুন যুগের যুদ্ধ নিয়ে গেমটিতে নতুন এক পটভূমি সূচনা করায় গেমটির নাম এ সিরিজের প্রথম গেমের নামে মিল রেখে দেয়া হয়েছে। গেমটির সিঙ্গেল প্লে-য়ার মোড ডেভেলপ করা হয়েছে আনরিয়েল ইঞ্জিন ৩ দিয়ে। মাল্টিপ্লে-য়ার মোড বানানো হয়েছে ফ্রস্টবাইট ইঞ্জিন দিয়ে এবং তা ডেভেলপ করেছে BG ডিজিটাল ইল্যুশনস সিই। তাই গেমের সিঙ্গেল ও মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে পাওয়া যাবে ভিন্ন স্বাদ। গেমটি প্রথমবারের মতো প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ইএসআরবি কর্তৃক রেটিং করা হয়েছে, তাই ছোটদের জন্য তা খেলাটা উচিত হবে না।

গেমটি আফগানিস্তানের সাথে আমেরিকার চলা যুদ্ধের সত্যিকার কিছু ঘটনা নিয়ে বানানো হয়েছে। গেমারকে ইউএস আর্মির সদস্য হিসেবে তালেবান ও আল-কায়েদা সদস্যদের সাথে লড়াই করতে হবে। গেমের লক্ষ্যগুলোর মাঝে প্রতিপক্ষের লুকানোর ঘাঁটিতে হামলা করা, বন্দীদের মুক্ত করা এবং আন্ডারকভার অপারেশনে অংশগ্রহণ করাই হবে মুখ্য। গেমে আফগানিস্তানে তালেবান ও আল-কায়েদা সদস্যদের ধরার জন্য আমেরিকার পরিচালিত অপারেশন এনাকোন্ডা অভিযানের ব্যাটল অব রবার্টস রিজ বা ব্যাটল অব টাকুর ঘার কাহিনীর বেশ মিল রয়েছে। United States Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU) নামের বাহিনী চারটি আলাদা দলকে যুদ্ধে পাঠায় যাদের কোড নেম হচ্ছে মাদার, ভুডু, পিচার ও র‍্যাবিট। সিঙ্গেল প্লে-য়ার মোডে গেমারকে র‍্যাবিট দলের অপারেটর হিসেবে খেলতে হবে। পরে গেমার আরো খেলতে পারবে ডেল্টা ফোর্সের স্নাইপার টিম ডিউস ও আর্মি রেঞ্জার টিম ও এএইচ-৬৪ অ্যাপাচি গানার টিমের সদস্য হিসেবে। মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে তিনটি ক্লাস রাখা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- রাইফেলম্যান, স্পেশাল অপস ও স্নাইপার।

গেমে খেলার সময় এক্সপেরিয়েন্স অর্জনের মধ্য দিয়ে অস্ত্র ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র আনলক হবে। গেমে মাল্টিপ্লে-য়ার মোডটিকে বেশ উন্নত করা হয়েছে এবং সিঙ্গেল প্লে-য়ার মোডের চেয়ে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে বানানো হয়েছে।

গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড সিস্টেমের বাস্তবতা লক্ষ করার মতো। গেমটি চালানোর জন্য ন্যূনতম সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে- প্রসেসর : পেন্টিয়াম ডি ৩.২ গিগাহার্টজ, র‍্যাম : ২ গিগাবাইট, গ্রাফিক্স কার্ড : ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড (এনভিডিয়া জিফোর্স ৭৮০০ জিটি বা এটিআই এক্স১৯০০ বা তদূর্ধ্ব) এবং হার্ডডিস্ক স্পেস : ৯ গিগাবাইট। অনলাইনে খেলার জন্য ইন্টারনেট কানেকশন স্পিড ৫১২ কিলোবিট/সেকেন্ড হতে হবে। ভালো পারফরমেন্স পেতে হলে কোর ২ ডুয়ো বা কোর ২ কোয়াড সিরিজের প্রসেসর ব্যবহার করতে হবে।

নিউ ভেগাস

নতুন ধারার রোলপ্লে-য়িং গেম এবং ভিন্নধর্মী গেমপ্লে-র কারণে নতুন গেমটি বেশ নামডাক ছড়াতে সক্ষম হয়েছে এবং যুক্ত করেছে বেশ কিছু এক্সপানশন। ডেভেলপাররা এ বছরের শেষের দিকে মুক্ত করে এ সিরিজের নতুন গেম ফলআউট-নিউ ভেগাস। নতুন গেমটির রেটিং বেশ ভালো, তাই রোল প্লে-য়িং গেমভক্তরা গেমটি খেলে বেশ মজা উপভোগ করতে পারবেন।

ফলআউট ৩ গেমটি ডেভেলপ করেছিল বেথেসডা গেম স্টুডিও, কিন্তু নতুন গেমটি ডেভেলপ করেছে অবসিডিয়ান এন্টারটেইনমেন্ট নামের একটি নতুন প্রতিষ্ঠান, যাতে পুরনো ফলআউট ১ ও ২-এর ডেভেলপারদের বেশ কয়েকজন কাজ করছেন। তাই নতুন এ গেমটিতে প্রথম দিকের গেমের কিছুটা আবহ লক্ষ করা যাবে।

বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া পৃথিবীর পরিবেশের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ ঠাঁই নেয় মাটির নিচের এক সুরক্ষিত স্থানে, যার নাম ভল্ট। এতে রয়েছে আধুনিক টেকনোলজি এবং অনেক বছর ধরে মানুষ সংগ্রাম করে বেঁচে আছে এ ভল্টে। ভল্টের ভেতরের এবং মাটির ওপরের বৈরী পরিবেশে গেমারকে বিচরণ করতে হবে। প্রথমে গেমারের ভূমিকা হবে এক কুরিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। গেমারকে নিউ ভেগাস সিটিতে প্লাটিনাম পোকার চিপস ডেলিভারি দেয়ার জন্য পাঠানো হবে। কিন্তু পথিমধ্যে পোকার চিপসের প্যাকেজটি বেনি নামের এক ডাকাত সর্দার লুটে নেবে এবং কুরিয়ারকে মেরে ফেলবে। পরে তার লাশ উদ্ধার করে আনবে এক রোবট এবং তার হত্যার রহস্য ও পোকার চিপস উদ্ধারের কাজে পাঠানো হবে স্পাই। গেমারকে স্পাই চরিত্রে খুঁজে বের করতে হবে বেনিকে এবং তার উচিত শাস্তি দিতে হবে। সায়েন্স ফিকশনভিত্তিক এ গেমটির পটভূমি হচ্ছে ২২৮১ সাল, যা ফলআউট ৩ গেমের চার বছর পরের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। গেমে বিচরণ করতে হবে আমেরিকার লাস ভেগাস, নেভাডা, মোজেভ ডেজার্ট, অ্যারিজোনা ও ক্যালিফোর্নিয়াসহ আরো কিছু এলাকা। গেমের মূল আকর্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে পুরো ভেগাস শহরের পাওয়ার দানকারী হোভার ড্যাম এবং হেলিয় ওয়ান নামের সোলার এনার্জি প্লান্ট।

গেমটির গ্রাফিক্সের মান বেশ ভালোই বলা চলে। গেমের পরিবেশের বাস্তবতা ও ক্যারেক্টার গ্রাফিক্স বেশ নিখুঁত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। হাই কনফিগারেশনের পিসিতে গেমটি খেলতে পারলে গেমের পুরো স্বাদ পাওয়া যাবে, কারণ তাতেই গেমের পরিবেশের বাস্তবতা সঠিকভাবে ফুটে উঠবে। গেমটির ন্যূনতম সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে- ইন্টেল পেন্টিয়াম ৪, ২.৪ গিগাহার্টজ বা এএমডি অ্যাথলন এক্সপি ২৫০০+, ১ গিগাবাইট মেমরির র‍্যাম, ১২৮ মেগাবাইট মেমরির এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৮০০ বা এটিআই রাডেওন এক্স১৬০০ বা তদূর্ধ্ব এবং হার্ডডিস্কে ৮ গিগাবাইট ফাঁকা স্থান। গেমটি ফুল ডিটেইলসে খেলার জন্য আরো ভালো মানের গ্রাফিক্স কার্ড, ইন্টেল কোর টু ডুয়ো বা এএমডির এক্সটু সিরিজের প্রসেসর এবং ২ গিগাবাইট র‍্যামের দরকার হবে।

ডেড রাইজিং ২

ডেড রাইজিং গেমটি হচ্ছে অ্যাকশন রোল প্লে-য়িং ধাঁচের গেম। গেমটি যৌথভাবে ডেভেলপ করেছে ক্যাপকম এবং ব্লু-ক্যাসেল। এই সিরিজের আগের গেম ডেড রাইজিং গেমটি ক্যাপকম একাই ডেভেলপ এবং পাবলিশ করেছিল।

ডেড রাইজিং ২ গেমটি এর আগের গেম ডেড রাইজিংয়ের কাহিনীর সাথে মিল রেখেই বানানো হয়েছে। গেমের মূল চরিত্রে রয়েছে মোটোক্রস চ্যাম্পিয়ন চাক গ্রিনি, যে কি না আগের গেমটিতেও মূল চরিত্রে ছিল। নতুন এই গেমে পুরনো গেমের সময়কাল থেকে ৫ বছর পরের ঘটনা স্থান পেয়েছে। নতুন এই গেমে পুরনো গেমের অনেক চরিত্র রাখা হয়েছে, যার ফলে আগের গেমটি খেললে গেমের চরিত্রগুলোকে চিনতে ও গেমের কাহিনী বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। গেমের শুরুতেই দেখা যাবে চাক গ্রিনি ভয়ংকর একটি রিয়েলিটি টিভি-শো টেরর ইজ রিয়ালিটি সিরিজের নতুন পর্বে অংশগ্রহণ করেছে। এই রিয়ালিটি শোর নতুন পর্বের নাম রাখা হয়েছে 'TIR XVII: Payback'। আগে গেম-শোটির আয়োজন করা হতো লাস ভেগাসে, কিন্তু সেই স্থানটি জম্বিদের আক্রমণে ধ্বংসে হয়ে যাওয়ায় নতুন শোর আয়োজন করা হয়েছে ফলুদা সিটিতে। শোতে প্রতিযোগীদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জম্বিদের মারতে হবে এবং নিজেকে রক্ষা করতে হবে। যে যত জম্বি মারতে পারবে সে তত টাকা ও জনপ্রিয়তা পাবে। চাক এই ভয়ঙ্কর গেম-শোতে ভাগ নেয়, কারণ তার ছোট মেয়েকে বাঁচানোর জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। চাকের স্ত্রী জম্বিদের কামড়ে জম্বিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল এবং সে মারা যাওয়ার আগে মেয়েকে কামড়ে দিয়েছিল তবে চাক সাথে সাথে তার মেয়েকে জম্বিরক্ত নামের প্রতিষেধক দেয়ায় তার মেয়ে জম্বিতে রূপান্তরিত হওয়া থেকে

বেঁচে যায়। কিন্তু জম্বিরক্ত এখন বেশ দামী ও দুর্লভ। তাই চাকের অনেক টাকার প্রয়োজন হয় সেই ওষুধ কেনার জন্য। গেম-শোতে বিজয়ী হয়ে সে বিশাল অংকের টাকা জিতে নেয়। কিন্তু তখনই অজ্ঞাত কারণে এক বিস্ফোরণের ফলে জম্বিরা মুক্ত হয়ে যায় এবং দোষ পড়ে চাকের। গেমারকে চাকের ভূমিকায় খেলে আটকেপড়া মানুষদের সুরক্ষা প্রদান করতে হবে, জম্বিদের মারতে হবে এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে।

গেমের মজার ব্যাপার হচ্ছে জম্বিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা অস্ত্রগুলো। কেননা গেমে ভারি অস্ত্র ও বিস্ফোরকের পাশাপাশি প্রায় ২৫০ রকমের সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা যাবে জম্বিদের মারার জন্য। এর মধ্যে চেয়ার, টেবিল, পাইপ, ফুলদানি, মিনি ফ্রিজার এবং ঘরের আরো নানা আসবাবপত্র অন্যতম। এছাড়া গেমার ইচ্ছে করলে নিজের ইচ্ছেমতো বিভিন্ন অস্ত্র বানিয়ে নিতে পারবেন। এছাড়া টাকা দিয়ে ওয়াপন বেসিপি কার্ড কেনার ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন বস্তু মিশিয়ে কিভাবে মারাত্মক অস্ত্র বানানো যায় তার তালিকা রয়েছে। গেমটিতে মাল্টিপে-য়ার মোডে মোট চারজন একসাথে খেলতে পারবে। মাল্টিপে-য়ার মোডে গেমাররা টেরর ইজ রিয়ালিটি গেম-শোতে অংশগ্রহণ করবে এবং একটি এরিয়ার ভেতরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে যত বেশি জম্বি বা আনডেড মারতে পারবে সেই বিজয়ী হবে। গেমে বিভিন্ন গাড়িও ব্যবহার করা যাবে। যেমন– মোটরসাইকেল, মানুষের সমান লোহার গোলকযুক্ত ট্রেনের মতো গাড়ি ইত্যাদি।

গেমটি খেলার জন্য ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ৩.০ গিগাহার্টজ বা এএমডি অ্যাথলন ৬৪ এক্স২ ৩৬০০+ সমমানের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম, ৫১২ মেগাবাইট ভিডিও মেমরিসহ গ্রাফিক্সকার্ড ও হার্ডডিস্কে প্রায় ৮ গিগাবাইট পরিমাণ ফাঁকা স্থান।

গার্ডিয়ান অব লাইট

গুপ্তধনশিকারি দুঃসাহসিক নারী চরিত্র লারা ক্রফটের নাম কারো অজানা নয়। ১৯৯৬ সাল থেকে গেমারদের মন জয় করে আসা টম রাইডার সিরিজের গেমগুলো এখনো সবার কাছে প্রিয়। মূল সিরিজের গেমগুলো হচ্ছে– টম রাইডার ১, ২, ৩, দ্য লাস্ট রেভ্যুলেশন, ক্রনিকেলস, দ্য অ্যাঞ্জেল অব ডার্কনেস, লিজেন্ড, অ্যানিভার্সারি ও আন্ডারওয়ার্ল্ড এবং কিছু এক্সপানশন প্যাকের মধ্যে রয়েছে– আনফিনিশড বিজনেস, গোল্ডেন মাস্ক, দ্য লস্ট আর্টিফ্যাক্ট, বেলোথ দ্য অ্যাশেস/লারা'স শ্যাডো।

মূল সিরিজটির নির্মাতা হচ্ছে ইডিওস, কিন্তু এ গেমটি ডেভেলপ করেছে ক্রিস্টাল ডায়নামিক্স এবং পাবলিশ করেছে স্কয়ার ইনিক্স নামের প্রতিষ্ঠান। গেমটি থার্ড পারসন মোডে না রেখে অনেকটা রোল প্লে-য়িং ও স্ট্র্যাটেজি গেমের পরিবেশে বানানো হয়েছে। গেমটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কো-অপারেটিভ গেমপে-, যাতে একসাথে দুজন ল্যান বা অনলাইনে গেমটি খেলতে পারবে। মাল্টিপে-য়ার মোডে একজনকে খেলতে হবে লারা ক্রফটের চরিত্র এবং আরেকজনকে দুই হাজার বছর আগের এক আদিম মায়ান যোদ্ধা টোটেককে নিয়ে। তাদের দুজনের কাজ হবে শয়তানী শক্তির পূজারী জোলোটকে পাকড়াও করা এবং তার কাছ থেকে মিরর অব স্মোক ছিনিয়ে তাকে সে আয়নায় বন্দী করা।

দুই হাজার বছর আগে মধ্য আমেরিকায় গার্ডিয়ান অব দ্য লাইটের প্রধান মায়ান যোদ্ধা টোটেক ও কিপার অব ডার্কনেসের প্রধান জোলোটের মধ্যে শুরু হয় প্রাণ যুদ্ধ। যুদ্ধের এক পর্যায়ে জোলোট মিরর অব স্মোক নামের আয়না থেকে জাদুমন্ত্রের বলে বের করে আনে শক্তিশালী পৈশাচিক সেনা এবং এতে টোটেক বাহিনী পরাজিত হয়। কিন্তু টোটেক শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে এবং বুদ্ধির জোরে জোলোটকে সেই আয়নার ভেতরে বন্দী করতে সক্ষম হয়। সেই আয়না সুরক্ষিত স্থানে রেখে টোটেক পাথরের মূর্তি হয়ে পাহারায় থাকে। এত বছর পরে লারা ক্রফট জানতে পারে সেই ইতিহাস এবং সে পড়ি জমায় সেই আয়নার উদ্দেশ্যে। অনেক কষ্টে বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রান্ত করার পর সে তার লক্ষ্য হাসিলে সক্ষম হয়, কিন্তু এক দল মার্সেনারির পাল্লায় পড়ে সে আয়নাটি হারিয়ে ফেলে। ভুলবশত মার্সেনারি দলের নেতা আয়না থেকে শয়তান জোলোটকে মুক্ত করে দেয়। টোটেক পাথরের মূর্তি থেকে আবার মানুষে পরিণত হয়ে লারাকে সাবধান করে দেয় জোলোটের ব্যাপারে। এরপরেই শুরু হবে তাদের যৌথ অভিযান জোলোটকে পরাস্ত করে তাকে আবার মিরর অব স্মোকে বন্দী করার।

গেমে লারার পিস্তল, গ্রাপলিং হুক, বোম্ব এবং টোটেকের ঢাল, বর্শা ও শক্তির সাহায্যে পাড়ি দিতে হবে দুর্গম পথ, সমাধান করতে হবে বেশ কিছু ধাঁধা, মুখোমুখি হতে হবে ভয়ানক সব দানবাকৃতির জীবজন্তু, পিশাচ, রাক্ষস ও খোক্ষসের। সিঙ্গেল পে-য়ার মোডে শুধু লারাকে নিয়ে খেলা যাবে, কিন্তু মাল্টিপে-য়ার মোডে লারাকে সহযোগিতা করার জন্য আবির্ভূত হবে টোটেক। গেমটি খেলার জন্য ইন্টেল পেন্টিয়াম ৪, ৩ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ১২৮ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (ন্যূনতম জিফোর্স ৬৮০০জিটি/রাডেওন ১৩০০ এক্সটি), ১ গিগাবাইট র‍্যাম এবং ৭ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস।

ফিডব্যাক : ahmt_21@yahoo.com